IFIC

আমাদের কথা

নিউজলেটার

জানুয়ারি-জুন ২০২৪

০৭ আইএফআইসি হাইলাইটস্

১১ ক্রিয়েটিভ কর্নার

৩৮ পরিবারে যারা এলো

৪৩ যাদের হারিয়েছি

পূর্বকথা

নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সংখ্যায় আপনাকে স্বাগতম। ব্যাংকের অতীত অর্জন, বর্তমান কর্মধারা ও ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনার চৌম্বক অংশ নিয়ে প্রকাশিত হচ্ছে এই নিউজলেটার।

অধিকতর গ্রাহকমুখী, আধুনিক ও সময়োপযোগী গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতেই শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া, জৈন্তাপুর থেকে পারুলিয়া প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে গেছে গ্রাহকদের দোরগোড়ায়। বছরের বিভিন্ন সময় আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মীদেরকে নিয়ে জোনভিত্তিক **'আইএফআইসি লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স'** আয়োজিত হচ্ছে। এসব সম্মেলনে গ্রাহকসেবা, আমানত সংগ্রহ, লোন প্রদান ও লোন রিকভারিতে সাফল্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখার স্বীকৃতি হিসেবে শাখা ও উপশাখার প্রতিনিধিদের হাতে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হচ্ছে।

গ্রাহকদের কাছে আকর্ষণীয় প্রোডাক্ট ও সেবা পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নারী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে ব্যাংকিং সেবায় উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাংকের পক্ষ থেকে বছরজুড়ে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে সারা দেশে। ব্যয় পরিকল্পনা, বিনিয়োগ, আর্থিক ও ঋণ ব্যবস্থাপনা ইত্যাদির মতো আর্থিক বিষয়গুলোকে বোঝার এবং প্রয়োগ করার সক্ষমতা বাড়াতে গ্রাহকদের জন্য কর্মশালাসহ নানা আয়োজন করা হচ্ছে প্রতিটি শাখা-উপশাখায়। এছাড়াও সামাজিক দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ। রেমিট্যান্স প্রেরণকারী ও গ্রহীতার জন্য সহজ ও নিরাপদ হয়েছে ব্যাংকিং সেবা। অত্যাধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে অটোমেশান ও ব্যাংকিং সফটওয়্যারে আধুনিকায়নের মাধ্যমে সময়োপযোগী, গতিময় ও নিরাপদ ব্যাংকিং নিশ্চিত করছি আমরা। নিউজলেটারের বিভিন্ন লেখা, প্রতিবেদন ও বিবরণীতে এসব বিষয়গুলোই প্রতিফলিত হয়েছে।

গত সংখ্যার মতো এবারও বিভিন্ন শাখা-উপশাখা থেকে আইএফআইসি ব্যাংক-কর্মীদের পাঠানো নিজস্ব সৃজনশীল লেখা এই সংখ্যাকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্যাংকিং প্রোডাক্ট ও সেবার গাণিতিক বিষয়ের সাথে আমাদের সহকর্মীদের পরিবারে জন্ম নেয়া নতুন মুখগুলোর ছবি আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে এবারের সংখ্যাতেও। কবিতা, গল্প ও স্মৃতিচারণমূলক অনুলেখা, এমনকি চিত্রাঙ্কনেও আমাদের সহকর্মীদের প্রতিভা প্রশংসার দাবি রাখে।

'আইএফআইসি আমাদের কথা'র এই সংখ্যাটি আপনাদের সবার কাছে ভালো লাগলেই আমাদের এই প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

সবাইকে ধন্যবাদ।

IFIC

আইএফআইসি
আমার একাউন্ট
সুবিধা যেমনই চাই
একাউন্ট একটাই

দৈনিক হারে আকর্ষণীয় মুনাফা মাস শেষে জমা হয়

কারেন্ট একাউন্টের মতো যত খুশি লেনদেন

লেনদেনে অনলাইন চার্জ নেই

ব্যবসায়িক লেনদেন করা যায়

ডুয়েল কারেন্সি কার্ড সুবিধা

থাকুন, দেশের বৃহত্তম ব্যাংকের সাথে

ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে ১৪০০+ শাখা-উপশাখা

এজেন্ট নয় সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং

বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫
০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ভেতরের পাতায়

০৪ ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা
০৫ নতুনের বার্তা
০৭ আইএফআইসি হাইলাইটস্
১১ ক্রিয়েটিভ কর্নার
১৩ গল্প ও স্মৃতিচারণ
২০ কবিতা
২৭ ইভেন্টস্
৩৮ পরিবারে যারা এলো
৪৩ যাদের হারিয়েছি

ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর কথা

আইএফআইসি ব্যাংক-এর নিউজলেটার 'আমাদের কথা'র জানুয়ারি-জুন ২০২৪ সংখ্যা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। ব্যাংকিং নেটওয়ার্কের দিক থেকে আইএফআইসি ব্যাংক বর্তমানে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ব্যাংক। জুন ৩০, ২০২৪ পর্যন্ত ১৮৭টি শাখা ও ১২১৬টি উপশাখা নিয়ে আমাদের মোট ব্যাংকিং আউটলেটের সংখ্যা ১৪০৩। জুন ৩০, ২০২৪ পর্যন্ত আমাদের মোট গ্রাহক প্রায় ১৩.৮০ লাখ, মোট আমানত প্রায় ৪৯ হাজার ৬০০ কোটি টাকা এবং মোট ঋণ প্রায় ৪৩ হাজার ২০০ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে মোট আমানতের প্রায় ৭২ শতাংশ ব্যক্তি পর্যায়ের আমানতকারীদের। ডিসেম্বর ৩১, ২০২৩ সালে আমাদের উপশাখা প্রতি গড় আমানত ছিল ৯.০৫ কোটি টাকা, যা জুন ৩০, ২০২৪ সালের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে ১১.৫০ কোটি টাকায়। এছাড়াও জুন ২০২৪-এ আইএফআইসি ব্যাংকের নারী গ্রাহকদের আমানত ১০ হাজার কোটি টাকার মাইলফলক স্পর্শ করেছে।

আমাদের একটি অন্যতম প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট' যার জুন ৩০, ২০২৪ পর্যন্ত স্থিতি প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা, যা ব্যাংকের মোট আমানত স্থিতির প্রায় ২২ শতাংশ এবং একাউন্টের গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ৬ লাখ ২৫ হাজার। জুন ৩০, ২০২৪ পর্যন্ত আবাসন খাতে ঋণ প্রদানে আমাদের প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার বাড়ি'র স্থিতি প্রায় ৯ হাজার কোটি টাকা, যা মোট ঋণের প্রায় ২১ শতাংশ। এছাড়াও আমাদের আছে 'আইএফআইসি সহজ একাউন্ট', সঞ্চয়ী স্কিম 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ' এবং মেয়াদি আমানত প্রোডাক্ট 'এফডিআর', 'এমআইএস' ও 'ডিআরডিএস'।

আমরা ইতোমধ্যে ১৪০০-এর বেশি শাখা-উপশাখা স্থাপনের মাধ্যমে দেশব্যাপী গ্রাহকদের দ্বারপ্রান্তে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দিয়েছি। ইতোমধ্যে কনভেনশনাল ব্যাংকিংয়ের পাশাপাশি আমরা ইসলামিক ব্যাংকিং কার্যক্রম শুরু করেছি। একই সাথে গ্রাহকদের জন্য আমাদের ডিজিটাল সেবাকে আরো উন্নত ও যুগোপযোগী করে তুলতে আমরা কাজ করছি। আমরা ক্রমাগত প্রসেস রিইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে গ্রাহক সেবার মানকে উন্নত করে যাচ্ছি। আমরা আমাদের মানবসম্পদের কর্মক্ষমতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি।

আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি সম্মানিত চেয়ারম্যান এবং পরিচালনা পর্ষদের সকল সদস্যদের প্রতি, তাদের যুগোপযোগী নির্দেশনা ও সমর্থনের জন্য। একই সাথে আমি ধন্যবাদ জানাই আমার সকল সহকর্মীকে, তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে আইএফআইসি ব্যাংককে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি সকলের সুস্বাস্থ্য ও মঙ্গল কামনা করছি।

আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ।

সৈয়দ মনসুর মোস্তফা
ব্যবস্থাপনা পরিচালক

নতুনের বার্তা

আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক

সৈয়দ মনসুর মোস্তফা

গত ২ জুন ২০২৪ আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র নতুন ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা।

তিনি গত ১৩ মে ২০২৪ আইএফআইসি ব্যাংকের ভারপ্রাপ্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জনাব মনসুর মোস্তফা ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও হেড অব ইন্টারন্যাশনাল ডিভিশন, চিফ ক্রেডিট অফিসার, চিফ রিস্ক অফিসার ও চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং কমপ্লায়েন্স অফিসার (ক্যামেলকো)-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

জনাব মনসুর মোস্তফা ২০১৫ সালের ৬ এপ্রিল সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদান করেন। প্রবেশনারি অফিসার হিসেবে ১৯৯৬ সালে এবি ব্যাংকে যোগদানের মধ্য দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন তিনি। পরবর্তীতে ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড-এর হেড অব ক্রেডিট-সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন।

২৮ বছরের পেশা জীবনে তিনি শাখা ব্যবস্থাপনা, ক্রেডিট রিস্ক ম্যানেজমেন্ট, বৈদেশিক বাণিজ্য, ট্রেজারি-সহ বহুমুখী ব্যাংকিং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। জনাব সৈয়দ মনসুর মোস্তফা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্সটিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ) থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব মোঃ নুরুল হাসনাত

জনাব মোঃ নুরুল হাসনাত, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক থেকে অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে পদোন্নতি পেয়েছেন।

তিনি ২০১৩ সালে এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদান করেন। যোগদানের পর ফেডারেশন, গুলশান এবং প্রিন্সিপাল শাখায় চিফ ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরবর্তীতে পদোন্নতি পেয়ে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ২০১৬ থেকে উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

তিনি ১৯৮৯ সালে তৎকালীন বিসিসিআই ব্যাংকে কর্মজীবন শুরু করেন। পরবর্তীতে ইস্টার্ন ব্যাংক এবং ট্রাস্ট ব্যাংকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করেছেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

জনাব কে এ আর এম মোস্তফা কামাল

জনাব কে এ আর এম মোস্তফা কামাল, আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড চিফ অব এইচআর অ্যান্ড লজিস্টিকস্ হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

জনাব মোস্তফা কামাল ২০১৫ সালে সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট ও মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান হিসেবে আইএফআইসি ব্যাংকে যোগদান করেন। জনাব মোস্তফা কামালের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ৩৪ বছরের কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই সুদীর্ঘ কর্মসময়ে তিনি সেনাবাহিনীর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, ব্যাবসায়িক প্রক্রিয়া, নিরাপত্তা এবং লজিস্টিকস্-সহ আরো বিভিন্ন জ্যেষ্ঠ গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি ট্রাস্ট ব্যাংক এবং আর্মি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টে গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

জনাব মোস্তফা কামাল আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃক নিযুক্ত আইএফআইসি সিকিউরিটিজ লিমিটেডের একজন পরিচালক।

আইএফআইসি ব্যাংকের নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক

ইকবাল পারভেজ চৌধুরী

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি'র নতুন উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছেন জনাব ইকবাল পারভেজ চৌধুরী। তিনি ব্যাংকের চিফ ক্রেডিট অফিসার ও চিফ রিস্ক অফিসারের পাশাপাশি চিফ অ্যান্টি মানি লন্ডারিং অফিসারের দায়িত্ব পালন করবেন। এর আগে তিনি আইএফআইসি ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার চিফ ম্যানেজার হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

২০১২ সালে ২৫ এপ্রিল আইএফআইসি ব্যাংক-এ যোগদানের পূর্বে তিনি এইচএসবিসি ও ঢাকা ব্যাংক-এ কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য, ১৯৯৭ সালে বেসিক ব্যাংক-এ যোগদানের মধ্য দিয়ে তিনি ব্যাংকিং পেশায় কর্মজীবন শুরু করেন।

জনাব ইকবাল পারভেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ ডিগ্রি অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি দেশে-বিদেশে ব্যাংকিং বিষয়ক বিভিন্ন ট্রেনিং ও সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন।

আইএফআইসি ব্যাংক হাইলাইটস্

ফাইন্যান্স অ্যান্ড একাউন্টস্ ডিভিশন

মোট অ্যাসেট

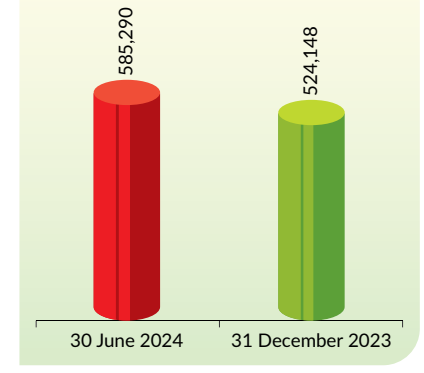

ডিপোজিট

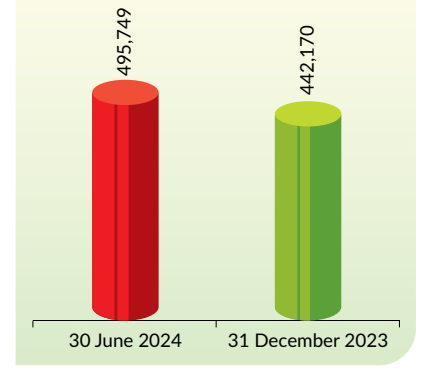

লোন এবং অ্যাডভান্স

আইএফআইসি আমার একাউন্ট

টার্ম ডিপোজিট

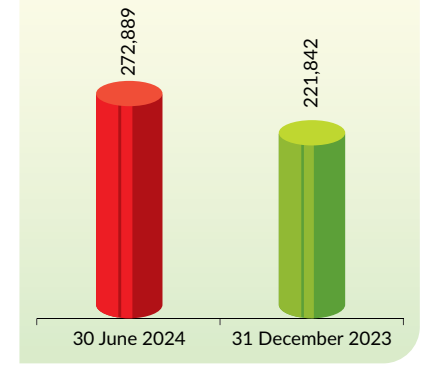

আইএফআইসি আমার বাড়ি

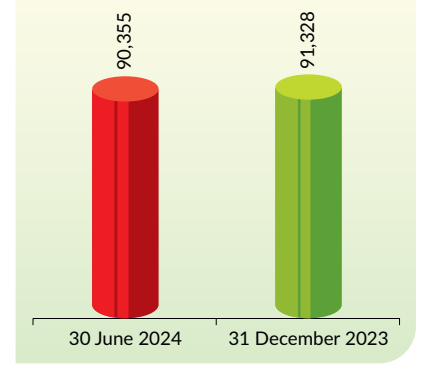

প্রথম অর্ধ-বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন অনুসারে ব্যাংকের মোট সম্পদের পরিমাণ ১১.৬৬% বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৫৮৫,২৯০ মিলিয়ন টাকা, যা বিগত অর্ধ-বার্ষিকের তুলনায় ৬১,১৪২ মিলিয়ন টাকা বেশি। একই সময়ে ব্যাংকের মোট আমানতের পরিমাণ ৫৩,৫৭৯ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯৫,৭৪৯ মিলিয়ন টাকা দাঁড়িয়েছে, যা বিগত অর্ধ-বার্ষিকের তুলনায় ১২.১২% বেশি এবং ব্যাংকের মোট ঋণ বিগত অর্ধ-বার্ষিকের তুলনায় ১৮,৪৬৪ মিলিয়ন টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩১,৮৭০ মিলিয়ন টাকায় দাঁড়িয়েছে।

প্রথম অর্ধ-বার্ষিকে ব্যাংকের মেয়াদি আমানত ২৩.০১% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২৭২,৮৮৯ মিলিয়ন টাকা। এছাড়াও ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার একাউন্ট'-এর স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১১০,৩৬৪ মিলিয়ন টাকা। ব্যাংকের আরেকটি ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার ভবিষ্যৎ' বিগত অর্ধ-বার্ষিকের তুলনায় ১৮.৭৯% বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমান স্থিতি দাঁড়িয়েছে ১৩,৪৩৬ মিলিয়ন টাকা। ২০২৪ সালের প্রথম অর্ধ-বার্ষিক শেষে ব্যাংকের ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট 'আইএফআইসি আমার বাড়ি' ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ৯০,৩৫৫ মিলিয়ন টাকা।

মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত তথ্য

নতুন নিয়োগ
৬৬৩

মোট পদোন্নতি
৬৮৬

এএমডি	১	এভিপি	১১
ডিএমডি	১	এসপিও	১৫
এসইভিপি	২	পিও	১০
ইভিপি	১	এসও	৩০
এসভিপি	৫	ওএফএফ	৪৩
ভিপি	১	জেও	৫৩
এসএভিপি	৫	এএসও	৫০৩
এফএভিপি	৫	**মোট**	৬৮৬

আইএফআইসি পরিবারে নতুন সদস্য (নবজাতক)
৫৭

সহকর্মী, যাদের হারিয়েছি
০৬

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের ধরন	সংখ্যা
কোর ব্যাংকিং	২৫৭৪
সফট্ স্কিল	১৩২৪৯

আইএফআইসি ব্যাংক মানবসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

আইএফআইসি ব্যাংক হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন ও ট্রেনিং ইন্সটিটিউটের যৌথ উদ্যোগে কোর ব্যাংকিং ও উৎকর্ষমূলক বিভিন্ন প্রশিক্ষণের আয়োজন করে আসছে। এর অংশ হিসেবে বেসিকস অব ব্যাংকিং, ক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট, ট্রেড প্রসেসিং, কোর এম্পাওয়ারমেন্ট, টিম বিল্ডিং ও লিডারশিপ, ইফেকটিভ ব্রাঞ্চ ম্যানেজমেন্ট, লিডিং টিম-সহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমি, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (বিআইবিএম), বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকস, আইসিস বাংলাদেশ, বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ক্যাপিটাল মার্কেট, মালয়েশিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট-সহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

এরই অংশ হিসেবে গত জানুয়ারি থেকে জুন পর্যন্ত কোর ব্যাংকিং প্রশিক্ষণের আওতায় ২৫৭৪ জন কর্মী এবং উৎকর্ষমূলক প্রশিক্ষণের আওতায় ৬৮৮ জন কর্মী সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

IFIC

Bill Payments

Mobile Top UP

MFS

Fund Transfer

Credit Card Payment

সহজে, সবখানে
হাতের মুঠোয়

আই এফ আই সি
আমার ব্যাংক

SCAN QR CODE
TO DOWNLOAD
THE APP

বিস্তারিত : ১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ক্রিয়েটিভ কর্নার

রং-তুলির গল্প

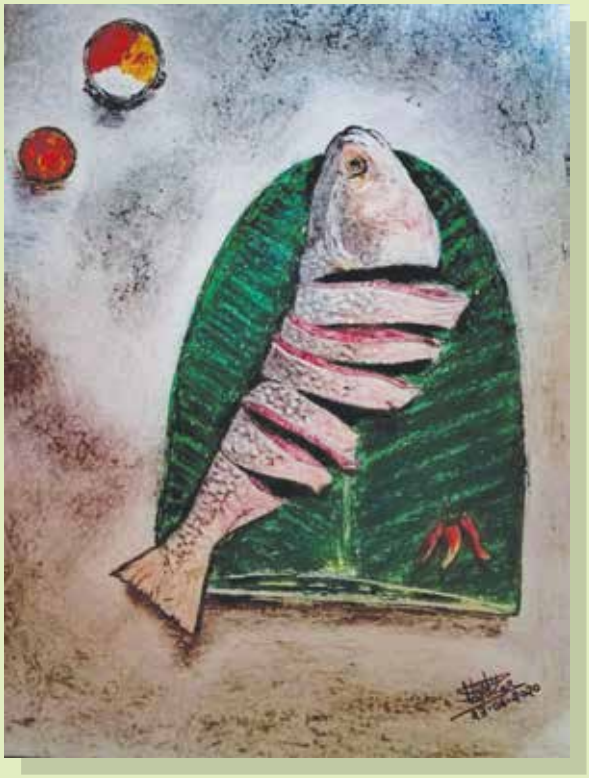

ঋতু সরকার
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৪০৬
আম্বরখানা শাখা, সিলেট

সাবিনা ইয়াসমিন
এমপ্লয়ি আইডি : ০০৫২৫০
নিকেতন বাজার উপশাখা, ঢাকা

IFIC

আইএফআইসি
আমার
ভবিষ্যৎ

আকর্ষণীয় মুনাফায়
১-১০ বছর মেয়াদি সঞ্চয় স্কিম

মাত্র ৫০০ টাকা এবং এর যেকোনো গুণিতকে প্রতি মাসে সঞ্চয়
লক্ষ্যভিত্তিক সঞ্চয় করার সুবিধা
১৮ বছরের কম বয়সি সন্তানের নামে এই স্কিম খোলা যায়

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫
IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

গল্প ও স্মৃতিচারণ

আড়াল

সোহানা সুলতানা

ট্রেনে উঠে লাগেজটা ঠিকঠাক করে রাখতে রাখতেই হাপিয়ে উঠল অনন্যা। বাইরে ভ্যাপসা গরম, ঝুম বৃষ্টি। এখন ঘেমে নেয়ে একাকার হয়ে গেলেও ট্রেনের এসিতে ওর ঠান্ডা লাগে। ব্যাগ থেকে চাদরটা বের করে রাখল। বাড়ি যাচ্ছে সে। গত দু'মাস ধরে প্রত্যেক বৃহস্পতিবার বাড়ি যেতে হয় ওকে। আবার শনিবার ফিরে আসে। মা বাড়িতে একা, এজন্য বার বার যাওয়া। এ অবস্থায় মাকে একা রাখা যায় না। অনন্যার বাবা মারা গেছে দু'মাস হলো। সেই থেকে প্রতি উইকেন্ডে এরকম রুটিন চলছে। হঠাৎ করে পৃথিবীটা উল্টেপাল্টে গেছে অনন্যার। যে মেয়ে রাস্তা পার হতে ভয় পেত, সে এখন দিন নাই রাত নাই ছুটে চলেছে। শোক করার সময় কোথায় আর পেল, কী হারিয়েছে বুঝে ওঠার আগেই পৃথিবী সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিল মেয়েটার কাঁধে। আগে বাড়ি ফেরার জার্নিগুলো খুব এনজয় করত সে, এখন মেয়েটা সারাক্ষণ কীসের যেন চিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকে। সামনের সিটে এক বৃদ্ধ দম্পতির কথাবার্তায় অনন্যা সামনের দিকে তাকাল। ভদ্রলোক ব্যাগ উঠিয়ে অনন্যার দিকে এগিয়ে এলেন। অনন্যা লোকটার দিকে তাকাল। হালকা নীল শার্ট আর ট্রাউজার পরনে, বয়স অনন্যার বাবার মতোই হবে হয়তো। মা, দেখত আমাদের সিট কোনটা, এটাতো? অনন্যা টিকেটের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, ঠিক আছে আঙ্কেল এটাই আপনাদের সিট। ভদ্রলোক ধন্যবাদ দিয়ে সিটে বসলেন। পাশ থেকে ভদ্রমহিলা বলে উঠল, বাবাহ! তুমি ওকে মা ডাকলা ক্যান! তোমাকে তো কখনও কাউকে মা ডাকতে শুনিনি! ডাকবাই বা কাকে! নিজের তো আছেই দু'টো ছেলে। ভদ্রলোক অনন্যার দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে সামনে তাকালেন। অনন্যা বুঝল, মহিলা স্বভাবতই একটু বেশি কথা বলেন। হঠাৎ অনন্যার বুকের ভেতরটা চিনচিন করে উঠল বাবার জন্য। তার বাবাও তাকে মা বলে ডাকত আদর করে। যে শূন্যতা সে কাজের চাপ, দায়িত্বের বোঝা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছে, কোথা থেকে যেন বেরিয়ে এলো। চোখের কোণে একটু একটু করে পানি জমতে শুরু করল। অনন্যা কারো সামনে কাঁদে না। বাবা শিখিয়ে গেছেন চোখের পানির মূল্য পৃথিবীর কারো কাছে নেই, সুখ সবার সাথে ভাগাভাগি করে নিলেও দুঃখগুলো একান্তই নিজের। অনন্যা মুখের উপর চাদরটা টেনে দিয়ে মাথার উপরের লাইটটা অফ করে সিটে হেলান দিল। ওর কষ্টগুলো একান্ত নিজের হয়েই থাক, চোখের পানিগুলো আড়ালেই পড়ুক।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৬৮০২
উলনরোড উপশাখা, ঢাকা

মনের কথা

মোঃ ইব্রাহীম খলিল

“ভাগ্যটা ঘোলা জলের ডোবা
নিরীহ দিনগুলি ব্যাঙে মতো
এক ঘেয়ে ডাকে,
কোলা ব্যাঙের ঠাট্টার মতো।”

বাংলা সাহিত্যের ছাত্র হওয়ার কারণে লেখালেখির হাত বেশি একটা পোক্ত না হলেও জমে থাকা ভাবনাগুলো পাখা মেলতে চায় অবারিত আর সেই অনুভূতির পালে হাওয়া লাগাল ‘আমাদের কথা’ নিউজলেটার। ধন্যবাদ আমাদের কথা নিউজলেটার’কে। প্রাত্যহিক জীবনের এক ঘেয়ে দিনগুলো কোলা ব্যাঙের ঠাট্টার মতোই কেটে যায়। যে কথাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ক্যামেলিয়া কবিতায় উল্লেখ করেছেন। স্মৃতির অ্যালবাম থেকে কিছু বের করে আনব আনব ভাবছি, তাই মনে পড়ে গেল গত ২০ জানুয়ারি ২০২৪ ইং তারিখ অনুষ্ঠিত আইএফআইসি পরিবারের মেধাবী সন্তানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আমাদের মাননীয় এমডি এবং সিইও মহোদয়ের আমাদের সন্তানদের উদ্দেশ্যে প্রদান করা তাঁর বক্তব্যের শেষ কথাটি, তিনি অত্যন্ত আবেগ জড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, “তোমরা তোমাদের বাবা-মা এই দু’জন লোককে কখনো ভুলে যেও না এবং তাদেরকে কখনো কষ্ট দিও না”। আমার ছেলের ২০২৩-এর এসএসসি’র সাফল্যের সুবাদে সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্যারের সেই কথাটি কর্নকুহরে পৌঁছার সাথে সাথে পিনপতন নিস্তব্ধ হল রুমের অনেকেরই চোখের কোণে অশ্রু টলমল করেছিল।

সন্তানদের ও তাদের পিতা-মাতার ভাবনা, চিন্তা-চেতনা, মননশীল জগতের মধ্যে যে ব্যবধান সমাজে বিদ্যমান, সেই বিষয়টি নোবেল বিজয়ী লেবানিজ কবি ‘খলিল জিব্রান’ তাঁর নিম্নোক্ত কালজয়ী একটি কবিতায় লিখেছেন :

“Your children are not your children.
They are the sons and daughter of
life’s longing for itself. They come
through you but not from you, and
though they are with you, yet they
belong not to you. You may give them
your love, but not your thoughts. For
they have their own thoughts. You
may house their bodies, but not their
souls, for their souls dwell in the house
of tomorrow, which you cannot visit,
not even in your dreams.”

তিনি তাঁর কবিতায় অন্য একটি ছত্রে লিখেছেন, সন্তানদের ও পিতা-মাতার আবেগী অবিনাশী সম্পর্ক সেটিকে তিনি ‘তীর আর ধনুকের’ সাথে তুলনা করেছেন। পিতা-মাতা হচ্ছে ধনুক আর সন্তানরা হচ্ছে ছুটে যাওয়া তীর, সেটিকেই আমরা ভালোবাসি, তাই নয় কি? তারা আমাদের আকুল প্রত্যাশা পুত্র-কন্যা, যারা কেউ কেউ বেড়ে উঠেছে পরিবার ছুট হয়ে এখানে ওখানে অবহেলায় অনাদরে, আবার অনেকেই যারা বেড়ে উঠেছে হাঁসছানার মতো করে, যে সারাক্ষণ তার মায়ের পিছু পিছু ঘুরে বেড়িয়েছিল একান্ত বাধ্যগত ভঙ্গিতে, তারাই আমাদের হৃদয়ের ধন, আমাদের প্রাণস্পদ সন্তান।

পিতা-মাতা ও সন্তানদের নিয়ে লিখতে গেলে হয়তো অনেক বড় উপন্যাসের রূপ দাঁড়িয়ে যাবে। যেহেতু শব্দ প্রক্ষেপণের কলেবরের সীমাবদ্ধতা দেওয়া আছে।

পরিশেষে সন্তানদের বলব, “তোমাদের মা হলো এমন একটি ব্যাংক, যেখানে তোমরা তোমাদের সকল অপ্রাপ্তি, যন্ত্রণা, অভিমান, অভিযোগ জমা রাখতে পার, আর বাবা হলো এমন একটি ডেবিট কার্ড, যা দিয়ে তোমরা পৃথিবীর সব সুখ কিনতে পার।”

এমপ্লয়ি আইডি : ০০১৯১৭
বরিশাল শাখা, বরিশাল

ফাল্গুনী দুঃখ

আসিফ শাহরিয়া অন্তর

বছর পাঁচেক আগের কথা...

সেদিন ফাল্গুনের প্রথম দিন। তবে প্রকৃতি এখনো শীতের রেশ কাটিয়ে ওঠেনি। টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে চেয়ারটায় গা এলিয়ে বসলাম। পাশে থাকা ফোনটার স্ক্রিন একটু পরপর জ্বলে উঠছে। আমার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, মেসের বারান্দা দিয়ে দূরে আকাশে একটা নীল রঙের ঘুড়ির উড়ে বেড়ানো দেখছিলাম আর ভাবছিলাম ঘুড়িটা নাটাইয়ের বাঁধন থেকে যদি মুক্ত হয়ে যেত, কেমন হতো? নাহ, ফোনটা বারবার বেজেই চলেছে, কানে নিয়ে ধরলাম কিছু বললাম না। ওপাশ থেকে সুমোর গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, অন্তু একটাবার আসবে? গলার কাছে চেরাপুঞ্জি মেঘ জমিয়ে বলে সে। সহসা আমার চোখ টলমল করে ওঠে। আমি শান্ত গলায় বললাম, নাহ! জানি না, তখন পৃথিবীর সমস্ত দুঃখ তার গাল ছুঁয়ে গড়িয়ে পড়েছে কি না! তবুও সে বলল, আমি জানি তুমি আসবে, আমি অপেক্ষা করছি। কখনো প্রকাশ করেনি, তবুও আমি বুঝতে পারি তার অপ্রকাশ্য অনুভূতিগুলো কী জানাতে চায়।

আমি ফোনটা রেখে দিলাম। গভীর মায়াময় কোনো মুহূর্ত বেশিক্ষণ ধরে রাখা উচিত না, তাহলে মায়ায় আটকে যাবার সম্ভাবনা থাকে। আমি অন্যকিছু ভাবার চেষ্টা করলাম। চোখের সামনে দৃশ্যপট ভেসে উঠল, একটা অদ্ভুত রূপবতী মেয়ে, পরনে পলাশ রঙের শাড়ি, চাতকের হাহাকার দিয়ে যায় তার কপালের কালো টিপ, স্বচ্ছ ধারালো ছুড়ির মতো হৃদয় কেটে দু'ভাগ করে তার কাঁচের চুড়ি! মেয়েটি বসে আছে একা, রাজা শশীকান্ত রায়ের পুকুরপাড়ে। অপেক্ষা, কোনো এক আজন্ম যাযাবরের, যে পথ ভুলে নোঙর করেছে তার মর্মদেশে। দ্বিপ্রহরের সূর্য হেলে পড়ল আরো পশ্চিমে, সে ফেরার পথ ধরল এবার। হয়তো মাঝেমাঝেই চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছিল তার! এখনো তো রোদের উত্তাপ তেমন ছড়ায়নি, তবে চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কেন তার? মেয়ে বুঝতে পারে না।

এসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ ঘুড়িটার সুতা কেটে গেল, মনে হলো যেন মুক্ত হলো। কিন্তু কেমন যেন খাবি খেতে লাগল শূন্যে। তখন বুঝলাম নাটাইয়ের বাঁধন আছে বলেই সে উড়তে পারে। কখনো কখনো মুক্ত থাকার বাসনায় আমরা নিজেকেই হারিয়ে ফেলি। হঠাৎ কেমন যেন এক বিষাদময় অস্থিরতা ঘিরে ধরল আমাকে...

তারপর কেটে গেল তিনটি বছর! সেদিন ছিল জৈষ্ঠ্যের এক দ্বিপ্রহর। কেতাদুরস্ত পোশাকে আমি দাঁড়িয়ে আছি আইএফআইসি ব্যাংকের সামনে আর আমার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল সে, মিষ্টির প্যাকেট হাতে। আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম, সবে তো রিটেন দিলাম, চাকরি হোক তারপর না হয় মিষ্টিমুখ। সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসল। জৈষ্ঠ্যের খররৌদ্দুরে তার মুখ যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথের মতো হঠাৎ আমার বলতে ইচ্ছে করল, মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে, বাজিলো বুকে সুখের মতো ব্যথা!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৮১৪
দাপুনিয়া ময়মনসিংহ উপশাখা, ময়মনসিংহ

প্রথম আসা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লেক্স ঢাকায়

রেজওয়ানা হক

ঢাকা শহরের সবকিছুর মধ্যে আলাদা একটা ফ্লেভার আছে। রাজধানী বলে কথা, বিভাগীয় শহরগুলোতে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি অফিসে যে কাজগুলো হয়; ঢাকা শহরেও সে কাজগুলোই হয়। কিন্তু ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে কাজের ধরনে, সেটা আগে থেকে জানলেও বুঝতে পেরেছি আজকে যখন পাওয়ার দলিলের জন্য ঢাকা তেজগাঁও সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে এসেছিলাম। এসকল সরকারি অফিসগুলো আসলে অদ্ভুত ধরনের। গেটের ডান দিকেই দলিল লেখার যে লম্বা সারিবদ্ধ জায়গা এবং জোন ওয়াইস আলাদা আলাদা রুম রয়েছে সে রুমে ঢুকেই আমার কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল যে আমি কোথায় এসেছি এটা উপলব্ধি করতে, এটা কি মাছের বাজার? কাঁচাবাজার? নাকি সদরঘাটের লঞ্চ টার্মিনাল, এ কোথায় এসে পড়লাম আমি! দেশ ডিজিটাল হয়েছে উন্নত হয়েছে কিন্তু কেন জানি দলিল লেখার যে জায়গাটা এইখানকার যে সিন্ডিকেট এবং যে অবস্থা তার কোনো পরিবর্তন আজ অব্দি হয়েছে কি না হয়েছে তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। হঠাৎই সামনে চোখ পড়তে দেখলাম একজন ব্যক্তি আরেকজন চেয়ারে বসা ব্যক্তির কানের মধ্যে লাইট জ্বেলে গভীর মনোযোগে ব্যক্তির কানের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বুঝতে আর বাকি রইল না যে চেয়ারে বসে থাকা ভদ্রলোকের কান পরিষ্কার করছে।

দলিল লেখার এখানে কাজ সেরে সাব-রেজিস্ট্রারের সামনে যাবার পর যে অভিজ্ঞতাটা হলো তা অনেকটা এমন,

মনে হলো মানুষরূপী বিরল প্রজাতির কোনো এক প্রাণী কথা বলছে, কী যে আক্রমণাত্মক গলার স্বর, কী ভয়াবহ বাচনভঙ্গি, এমন চেয়ারের একটা মানুষ কীভাবে একজন ব্যাংকারের সাথে এভাবে কথা বলতে পারে আমি খুবই অবাক হয়েছিলাম, হজম করতে খানিকটা সময় লাগল। আমার সহকর্মীর সাথে উনি এভাবে কথা বলছিলেন, ওনার বাচনভঙ্গি দেখে আসলে আমি বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। আমি যে কিছু বলব তার ভাষাও যেন হারিয়ে ফেলেছিলাম।

আর এখানকার ভেন্ডরদের একাত্মতা বা চমৎকার সিন্ডিকেটের যে সিস্টেম দেখলাম সেটা প্রশংসা না করলেই নয়। আমরা যেখানে অন্যান্য কর্মস্থলে একজন আরেকজনের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। খুব কম সংখ্যক উদাহরণে সহযোগিতা মেলে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু অসহযোগিতামূলক আচরণই লক্ষ্য করা যায়। আর এখানে একজন আরেকজনের প্রতি যে সখ্যতা বা সহমর্মিতা তা সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক। কেউ একজন ভেন্ডরের থেকে অল্প কিছু কম টাকায় কাজ করে দিবে ভেবেছেন তা হবে না, ওই যে কথায় আছে না- চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, কিছুটা কম টাকায় কাজ করে দেবে বলে দেখা যাবে যে টাকা লাগত তার চাইতে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি টাকা দিয়ে কাজটা সম্পন্ন করতে হয় এবং কাজগুলো সম্পন্ন করার পদ্ধতি এতটা নিখুঁত যে আপনি সহজে বুঝতে পারবেন না।

সে যাই হোক, প্রসঙ্গত সবকিছু আমি আসলে তুলে ধরতে গিয়েও বলতে পারছি না, কারণটা আপনার আমার সবারই জানা রয়েছে কিন্তু সবকিছু জেনেও কবি এখানে নীরব।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৬০৭
শান্তিনগর শাখা, ঢাকা

উল্টো রথের পিছনে চলেছে স্বদেশ (৩)

সৈয়দা মাহাবুবা সারমিন কলি

'পরিমাণ মতো' শব্দটা যে কে আবিষ্কার করেছিল?

আমি লবণ খাই না তেমন, ঋতু বেশি লবণ ছাড়া খেতে পারে না, শ্বশুর মশাই খান স্বাভাবিকের চেয়ে একটু বেশি, শ্বাশুড়ি আবার লবণ তেমন পছন্দই করেন না। এ তো গেল লবণের ব্যাপার। অন্যান্য সকল মশলার ক্ষেত্রেও এমন পছন্দ আর রুচির ভিন্নতা আছে। রান্নাবান্নায় এই শব্দটা ব্যবহার করাই উচিত না। তারচেয়ে বলা যায় 'ইচ্ছেমতো'। যে যার ইচ্ছেমতো সব দিয়ে দিবে। বিরস বদনে এইসব চিন্তা করতে করতে একঝাক লবণ দিয়ে ফেলল তরকারিতে।

ঋতুর অফিস থেকে ফেরার পথে দীপ্রকে নিয়ে আসার কথা। দীপ্রদের প্রতিষ্ঠানে আজ 'রান্না উৎসব'। দীপ্রর 'ইচ্ছেমতো' থিওরিতে ঋতু বেশ চিন্তিত, কে জানে কী করে!

অফিসে জানালা দিয়ে আনমনে বাইরে তাকিয়ে আছে দীপ্র, কিছু শিক্ষার্থীর জটলা দেখা যাচ্ছে। সবাই হঠাৎ হঠাৎ হো হো শব্দে হেসে উঠছে। এটা দেখে ও নিজেও হাসছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে খেয়াল করে শিক্ষার্থীরা একজনকে ঘিরে আছে, আরেহ উনি তো শিক্ষামন্ত্রী! এটা অবশ্য নতুন কিছু নয়। উনি প্রতি সপ্তাহেই একেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গল্প করতে চলে যান। শিক্ষার্থীদের ভালো-মন্দ কথা শোনেন, আইডিয়া নেন, নিজের অভিজ্ঞতা বিনিময় করেন, গাইডলাইন দেন। ওর নিজেরও একটা আইডিয়া অনুমোদন পেয়ে কার্যকর হয়েছিল এটা যখনই মনে পড়ে, এক অদ্ভুত ভালো লাগা ওকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

‘রান্না উৎসব’ শুরু হয়ে গেছে। পদ্ধতিটা হচ্ছে প্রত্যেককে তার ডানপাশের অংশগ্রহণকারীকে জেতাতে সহযোগিতা করতে হবে। ‘আপনি জিতলে জিতে যাবো আমি’ নামক এই পর্ব শুনে দীপ্র মহা মুশকিলে পড়ে গেল। চাইলেই ইচ্ছেমতো রান্না করতে পারবে না। এ কীরূপ যন্ত্রণা! রান্না কিছুতেই খারাপ হওয়া চলবে না।

ঋতু এদিকে নিজের অফিস থেকে বের হতেই এক ঝাঁক ছেলেমেয়ে মিষ্টি নিয়ে ওর সামনে চলে এল, ওরা ঋতুর পরিচিত। কিছুদিন আগেই পড়াশোনা শেষ করেছে।

“হঠাৎ মিষ্টি?”

খুব খুশি হয়ে দলের মাঝখান থেকে একটা মেয়ে জানাল এই মিষ্টি গণভবন থেকে পেয়েছে, শুধু ওরাই না, পড়াশোনা এ বছর যারাই শেষ করেছে তাদের সবাইকে শুভেচ্ছা স্বরূপ মিষ্টি পাঠান হয়েছে। সাথে একটু চিন্তার কথাও জানাল হেসে।

“কী চিন্তা?”

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে একটা খুদে বার্তাও ওরা পেয়েছে, সেখানে তিনি বলেছেন আমাদের মাঝেই নাকি আগামীর প্রধানমন্ত্রী লুকায়িত। আমরা কি ওনার প্রত্যাশা পূরণ করতে পারব ঠিকঠাক?

ঋতু ওদেরকে খুব জোর দিয়ে বলে, “অবশ্যই পারবে, তোমাদের নিয়ে সবসময়ই ওনার অনেক আশা, ডিপার্টমেন্ট অব ইয়োথ লিডার-এ তো এবার তোমরাই যাচ্ছ। বরাবরের মতো বিশ্বে এবারও আমরা চ্যাম্পিয়ন হব।”

এদিকে ‘রান্না উৎসব’-এর ফলাফল চলে এসেছে। সবাই খুব টেনশনে আছে। দীপ্র নিজেও টেনশনে হাত দিয়ে ঠোঁটের চামড়া খুঁটছে।

টানটান উত্তেজনার মধ্য দিয়ে ঘোষিত হলো বিজেতার নাম : বিজয়ী হয়েছে রিয়াদ, যে দীপ্রর রান্নায় সহযোগিতা করেছিল সে। না চাইতেও ওর মন খারাপ হলো। হঠাৎ সঞ্চালক আরেকটা পুরস্কারের কথা ঘোষণা করল, নাম বলল, দীপ্র!

দীপ্র অবাক হলো। পুরস্কারের জন্য নয়, কেন পেল সেটা ঘোষণা না করায়। পুরস্কার নিয়ে আসার সময়ও সঞ্চালককে ইনিয়ে বিনিয়ে জিজ্ঞাসা করল, সঞ্চালক যেন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, বলবেই না। অনেক কষ্টে রাজি করালো সত্যিটা বলবার জন্য। বলতে গিয়ে সঞ্চালক ফিক করে হেসে ফেলল।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৪৫৬৬
পাঁচ্চর শাখা, মাদারীপুর

জগৎ-সংসার

শারমিন আক্তার

.....তুমি জেগে ওঠো!

উজ্জ্বল সোনালি প্রভাত কাঁচামিষ্টি রোদ ঝলসানো প্রকৃতি কুসুমাস্তীর্ণ বাগিচা সকলের প্রত্যাশা খোল তোমার অভিমানী দু’আঁখি।

আমি ধন-সম্পদহীন, বিপুল ঐশ্বর্যের অধিকারী নই। তবে আমার হৃদয়ের মণিকোঠায় কিছু শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা স্তরে স্তরে সাজিয়ে রেখেছি তোমার জন্য।

ওগো মোর শরতের শিউলি শুভ্র পাঁপড়িখানি বিকশিত করো।

আমি তোমায় কবিতা শোনাবো, ভালোবাসার কবিতা।

-এত দীর্ঘসময় ঘুমতে পারো?

তোমার ক্লান্তি আসে না!

-সবাই বলে মূল্যবান বস্তু আধিক্যের কারণে তার মর্যাদা ও সৌন্দর্য হারায়, আমি এটার বিশ্বাসী নই।

তোমার সৌন্দর্য ও মূল্য, কোমল প্রবৃত্তিসমূহ আমার হৃদয়ের উর্বর ভূমি।

আমি শিঁশির সিক্ত ঘাসের সাথে কথা বলি।

যে ঘাসের চাঁদর গায়ে জড়িয়ে মাটির বিছানায় ঘুমিয়ে আছ তুমি।

‘ঘাসগুলো আমায় দেখে আর শিকড় দিয়ে মৃত্তিকা তলে তোমায় স্পর্শ করে।

আমার প্রজাপতি হতে ইচ্ছে করে, সারাদিন ঘাসফুলে বসে এক ফুল থেকে অন্য ফুলে উড়ে গিয়ে তোমার স্পর্শ অনুভব করব।

দুঃখের প্রসবনে আমি সুখ হারিয়ে ফেলেছি।

-আজ নেই আনন্দ! নেই মনে ভালো থাকার অনুভূতিগুলো অশ্রুতে রূপ নিলো।

গ্রীষ্মের শীতল বাতাস, প্রজাপতির সৌন্দর্য, পাখিদের কলকাকলি, বকুলফুলের মিষ্টি সুবাস তুমি ছাড়া আকর্ষণহীন।

ওগো প্রিয়তমা আমাদের প্রেম-স্নেহে গড়া কুঁড়েঘরটি বিশাল দালানে রূপ নিয়েছে।

কিন্তু সে দালানে শান্তি নেই, সেখানে তোমার প্রেম-প্রীতির ভালোবাসার বড় অভাব।

আমিও তোমার মতো অভিমান করে ঘুমিয়ে থাকতে চাই।

কিন্তু পারি না! ভোর হতে না হতে, পাখিরা আমার ঘুম ভেঙে দেয়।

অনেক বছর হয়েছে, এক সাথে বৃষ্টিতে ভিজি না আজ ত্রিশতম বর্ষা তোমায়বিহীন অতিক্রম করলাম।

কেয়া ফুলটা তোমার ভীষণ প্রিয় ছিল, তাই সযত্নে বাড়ির চারপাশে তাদের স্থান দিয়েছি। গভীর রাতে বৃষ্টি ঝরা বর্ষায় জানালার পাশে তার মুগ্ধ করা সুবাসে তোমার উপস্থিতি অনুভব করি।

আমাদের সন্তানরা বড় হয়েছে তাদেরও সংসার হয়েছে।

ওরা সবাই আমায় ভালোবাসলেও তোমার মতো করে কেউ এখনো আমায় বোঝেনি।

-গভীর রাতে জ্বরে কাতরালে কপালে হাত দেয়ার মতো একটি মানুষের বড় অভাব!

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪১৬
গ্রীন রোড উপশাখা, ঢাকা

গন্তব্য যখন পাহাড় চূড়া

ফাতেমা আকতার

আমরা যারা ভ্রমণ পিপাসু আছি তাদের মধ্যে সাধারণত দুই ধরনের মানুষ থাকে। এক যারা সমুদ্র ভালোবাসে আর দ্বিতীয় যারা পাহাড় ভালোবাসে। এর আগে বেশ কয়েকবার সমুদ্র ভ্রমণ করলেও পাহাড়ে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠেনি কখনও। তবে মনের কোনো এক কোণে পাহাড়ে যাওয়ার তীব্র বাসনা নিয়ে আমি একজন পাহাড়প্রেমী হয়ে বসেছিলাম। বিয়ের পরেই প্রথমবারের মতো আমার পাহাড়ে যাওয়ার সুযোগ হয়ে ওঠে আমার প্রিয় মানুষটির সাথে। পাহাড়ের চূড়ায় উঠে যখন এর ভয়ংকর উচ্চতার সৌন্দর্য আর ১৮০০ ফিট নিচে সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তা দু'চোখ দিয়ে অবলোকন করলাম, মনের গভীরের সেই পাহাড় দেখার যে সুপ্ত বাসনা ছিল তা যেন সার্থকতা পেল আর এক অচেনা পরিতৃপ্তিতে হৃদয় যেন নেচে উঠল। বলছি রাঙ্গামাটি জেলার সাজেক ইউনিয়নের কথা। প্রকৃতি যেন তার সমস্ত সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েছে সেখানে। আমাদের চাঁদের গাড়ি যখন উঁচুনিচু আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে এগোচ্ছিল, মনে হচ্ছিল এই বুঝি পড়ে যাচ্ছি। সাজেকে পৌঁছে আমাদের হোটেলে চেক ইন করে বেরিয়ে পড়লাম দুপুরের খাবারের সন্ধানে। ইচ্ছে ছিল পাহাড়ি খাবার দিয়েই মধ্যাহ্নভোজ সারব। আমরা খেলাম পাহাড়ি মুরগির মাংস, শুঁটকি ভুনা, বাঁশ কোরল, ডাল, সবজি। তারপরে শুরু করলাম ছোট্ট সাজেককে ঘুরে দেখা। সব থেকে উচু চূড়া কংলাকের উপরে যখন উঠলাম তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছিল। সেখানে যাওয়ার সাথে সাথেই শুরু হয়ে গেল মূষল ধারায় বৃষ্টি। দু'টো প্রিয় জিনিস একসাথে পেলে যে কতটা আনন্দ হতে পারে সেদিন টের পেয়েছিলাম। প্রিয় পাহাড়ের কোলে প্রিয় বৃষ্টি দেখছিলাম আর কফির কাপে চুমুক আহা! এই অনুভূতি লিখে বোঝানোটা প্রায় অসম্ভব। বৃষ্টি একটু কমে আসলেই ঠান্ডা মেঘ এসে আমাদের ঘিরে রেখেছিল। আমরা তখন মেঘের মধ্যে প্রথমবারের মতো মেঘ ছোঁয়ার অনুভূতি ছিল অসাধারণ। একটু পরেই পাহাড়ি এক ছেলে গিটারের তারে সুর ধরল আর আমার গায়ক হাসবেন্ড গাইতে শুরু করল এই সুন্দর স্বর্ণালী সন্ধ্যায় একি বন্ধনে জড়ালে গো বন্ধু....

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯০৯৮
বাটাজোড় বাজার উপশাখা, বরিশাল

IFIC

আইএফআইসি

আমার প্রতিবেশী

শাখা-উপশাখায় দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি আপনার প্রতিবেশী হয়ে ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

- প্রত্যেক শাখা-উপশাখাতেই আছে ওয়ান স্টপ সার্ভিস-সহ সকল ব্যাংকিং সেবা
- এজেন্ট নয়, সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং
- এক শাখা বা উপশাখার গ্রাহক হলেই দেশের যেকোনো আইএফআইসি শাখা বা উপশাখা থেকে সেবা নেয়া যায় সহজেই

আমাদের কোথাও কোনো এজেন্ট নেই

কবিতা

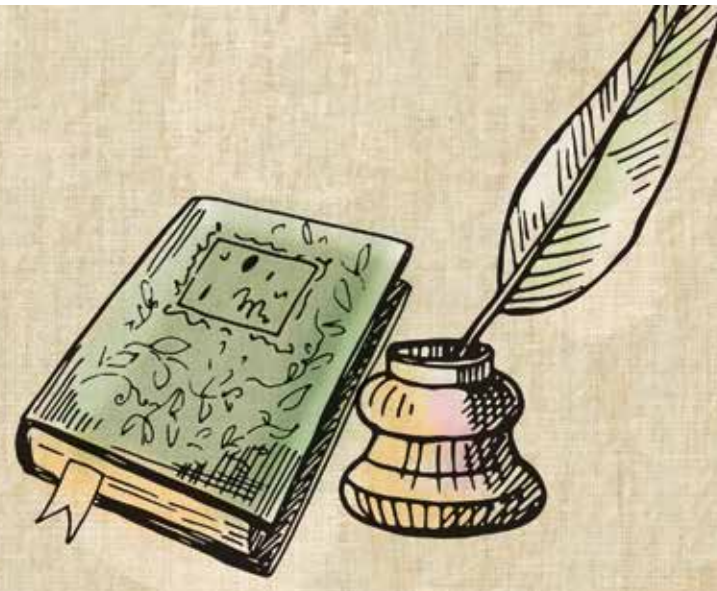

বিচ্ছেদ

পুলক রঞ্জন সাহা

প্রথম যে দিন তোমায় দেখেছিলাম
এই অপলক দৃষ্টিতেই চেয়েছিলাম।
ফের দেখা হবে ভাবিনি কখনো!
বদলি নিয়েছি দূর প্রবাসে।
নতুন যে জন এসেছে, কাজ বুঝিয়ে দিতে এলুম।
কেমন আছ?
বলতে গিয়ে নিজের কানেই বাজে শোনাল।
আগে আমাদের মাঝে কথা কুলাতো না
আর আজ কথা বলার জন্য কথা খুঁজতে হচ্ছে।
যেখানে আপনি তুমির বালাই ছিল না
সেখানে সম্বোধন করে কথা বলতে হচ্ছে।
বিয়ের আগে তুমি বলতে, আমাকে ছাড়া বাঁচবে না
পরে বুঝলাম আমার সাথে থাকলেই তুমি বাঁচতে না।
ভরা পূর্ণিমায় এলোকেশে, তুমি বসেছিলে মোর পাশে
দক্ষিণ হস্তের পাঁচ আঙুল ইতোমধ্যে তোমার বা'হাতে জায়গা খুঁজে নিয়েছে।
যখনই নিকটিনের শলাকা জ্বালিয়ে নিতে যাব
তুমি বললে, ঐ উপ্তত্ত জ্বলন্ত বিষ তুমি আর পান করবে না
যখন ইচ্ছা হবে তুমি মোর... বলতে গিয়ে দুই হাতে মুখ ঢাকে নিলে
তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি জন্য কী লজ্জাটাই না পেলে
লজ্জায় লাল হয়েছিলে, চাঁদটাও সেই রাতে হেসেছিল।
সেদিন আমি ঈশ্বরকে চিৎকার করে বলেছিলাম, তিনি কেন এত কম আয়ু দিয়ে রাতগুলোকে পৃথিবীতে পাঠায়
আজ এই রাতগুলোকেই বড্ড দীর্ঘকায় মনে হয়।
এই উপ্তত্ত জ্বলন্ত বিষ আছে বলেই রক্ত আজও বয়ে চলে, হৃদপিণ্ড বন্ধ হবার দুঃসাহস দেখায় না, মস্তিষ্কের নিউরনগুলি সজাগ থাকে
শরীরের প্রতিটি কোষ ওর দাসত্ব স্বীকার করেছে।
তুমি থাকলে.....?
রাগ, অভিমানে তুমি সুনয়নাকে নিয়ে ভুল বুঝলে, ছি!
আরে, তুমিতো ভুল বোঝা আর ভুলকে বোঝার মধ্যে ব্যবধান দেখতে পাওনি।
তুমি যে দিন বিচ্ছেদ চেয়েছিলে, সেদিন আমার পায়ের নিচের মাটি না সরে,
জমাট হয়ে কণ্টক পথের সৃষ্টি করেছিল।
আমি নতুন অতিথি আগমনের কথা জানালে
তুমি বললে আমার গরম নিঃশ্বাস তোমার শরীরকে নাকি বিষিয়ে তোলে।
আর হ্যাঁ, আমি এখন টাই বাঁধানো শিখে গেছি
শুনলাম, অভিষেকর সাথে আবার ঘর বাঁধতে যাচ্ছ!
না এখনও তেমন কিছু ভাবিনি
কিন্তু তুমি কি এখনও আমাকে .....?
না থাক।
কেউ একজন কৃষ্ণচূড়ার তলে দু'হাতে কলার চেপে ধরে বলেছিল, তাকে যেন কোনো দিন ভুলে না যাই।
তাকে আজও ভালোবাসি বলে তার কথাই পালন করছি।
আজ যদি তোমার বাম পাঁজরে দাঁড়াতে চাই তবে খুব কি অন্যায় হবে।
দেবে কি সে সুযোগ?
তুমিই বলেছিলে, তুমি পরিস্থিতির শিকার তাই বিচ্ছেদ নিতে বাধ্য হচ্ছ।
আজ পরিস্থিতিকে তুমি শিকার কীরূপে বানাবে?
সময় তোমাকে সে সুযোগ দিবে না ...।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৩০
বনপাড়া-নাটোর উপশাখা, নাটোর

দৌড়

মোঃ রিফাত হাসান নোবেল

প্রতিদিন সূর্য ওঠে প্রভাতে
দিনান্তে অস্ত যায় দিগন্তে
এরই মাঝে রঙ্গমঞ্চ জমজমাট
দিবসের শুরু হতে অন্তে।
শুধুই ছুটে চলা অবিরাম
দম ফেলার নেই ফুসরত
টিকে থাকার এই-ই মন্ত্র
আরও কত রকম কসরত।
বসুধার এই নীতি চিরন্তন
তোমার চেয়ে বড়, কর্ম
গতিশীলতাই হলো চরম বাস্তব
এটাই বলে জীবনের ধর্ম।
তাইতো এত ছুটে চলা
অপরকে ডিঙিয়ে সামনে যাওয়া
জীবনের দৌড়ে এগিয়ে থেকে
সাফল্যকে হাতের মুঠোয় নেওয়া।
একটু জিরোলেই তোমার ক্ষতি
সফলতায় পড়তে পারে ছেদ
জীবনযুদ্ধে পেছোতে পারো হয়তো
সঙ্গী তখন শুধুই খেদ।
একটি আকাঙ্ক্ষা উঁকি মারে
মনের গহীনে ছবি আঁকে
সুনসান একটি সবুজ প্রান্তরে
শান্তি যেথা পথের বাঁকে।
যেথায় নেইকো কোনো ঝঞ্ঝাট
জনতার কোলাহল কিংবা শোরগোল
প্রকৃতির কোলে বিচরণ সেথায়
শূন্য যেথায় সস্তা গণ্ডগোল।
মানুষের মূল্য যেখানে সব
ভাবনাহীন কর্ম হবে লক্ষ্য
যন্ত্রের মতো হবে না জীবন
সরলতা হবে যার অক্ষ।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮২৪৬
বসুন্দিয়া মোড় উপশাখা, যশোর

জীবন প্রবাহ

রবার্ট বিলিয়ম বাড়ৈ

রক্তের ধারার মতো অলক্ষ্যে
সময়ের স্রোত বহিয়া যায়
মহাকালের পথে নীরবে,
দুফোঁটা অশ্রু ঝড়িয়া শুকায়
শুষ্কপত্র পরে সকলের অগোচরে।

জীবনের গতি বক্র সে অতি
তন্বী বালার মতো।
ছুটিয়া চলে ঝঞ্ঝার বেগে
ফিরিয়া নাহিকো চায়,
আপন মনে মলিন বদনে
কী জানি গাহিয়া যায়।
জীবনের কথা না-কি বিরহের ব্যথা
বোঝা কি কভু তা যায়?

রাতের আধারে শিউলি ফোটে
ভোরের আলোতে হায়,
ধুলার তরেতে লুটায়ে পরে
পায়েতে পিষ্ট হয়।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৮৯৫৪
বাড়ৈখালি বাজার উপশাখা, মুন্সীগঞ্জ

অভিবাসী

ইফতেখার হোসেন চৌধুরী

ভাগ্য কত বদলাবে, মিলে-হবে
হাজার-লাখের স্বপ্ন দেখানো পটুলোক-যপে!

দেখাতে শোনাতে কত সুন্দর জীবন, মস্তকে পরমে বুলায় হাত
মেঘ না চাইতে বৃষ্টি এযে,
প্রয়োজন পূর্বেই হাজির কথোপকথনের মাছ-ভাত।

অতঃপর নিল সর্বসারা পকেট ভরে,
রেখে গেল সাথে সুদ সুধানোর ভিড়ে!

পটুলোকের বাক্যে-"অইবোনা মানে"- কত সহজে শোনা যায়,
পকেট ভারী হতে না হতেই কে তারে পায়।

দিন ভাঙতে, ঋণ ভাঙতে জীবন জলে ভাসে,
তারপর বর্জ্য কঠিন শর্ত আরোপে ভ্রমণ সময় আসে!
মাছ-ভাতের কথোপকথন কত সহজে দ্রষ্টালো,
আদতে পশুর ডেরামে-কোরামে কপাল পোড়ালো।

পটুলোকের বাক্যে-"দিবোনা মানে?"- কত হিংস্রে শোনা যায়,
কত পরেনি দিতে বাকি অর্থ, তাই জিন্দা মৃৎচাপা খায়।

উদরের জান-সুদূরের যান দুটোই গেল থেমে,
কবজে বাধা জঙ্গলে শত বর্বর এল নেমে।
হিংস্র প্রাণীর থাবা পড়েনি, তবু প্রকৃতি ভারী মৃতদেহের ধূপে,
পটুলোক স্বপ্ন-দেশে প্রেরে, ফেলল নীরব মৃত্যু কূপে।

ভাবছি বসে কপাল ঘষে, কী ফেলব চোখের পানি,
তারা দেখিয়েছিলে সুখ, অসুখে তাই দেখেছিলাম আমরা-আমি;
বাট দিয়েছি, ভিটা দিয়েছি, আরো দিয়েছি সুদে কত আনি,
সব হারিয়ে মৃতদের সাথে বেঁচে আছি শুধু জানি।

রেডিও-টিভিতে বহুবার শুনেছি, এদেশের সকলে নাকি স্বাধীন অধিবাসী
অতঃপর আমারই দেশি পটুলোক-দালাল-পশুলোক,
দেখালো স্বপ্ন আর বানালো অভিবাসী।

কী আর করব দুঃখ, কত বাড়াব ক্ষোভে,
জেনে রেখো, মরেছে যত- সবে মরেনি শুধু লোভে।
আমাদের লোকের দিন বদলানো অসম্ভব এ রাজ্যে,
তবু কেউ দেখালে স্বপ্ন, ফ্যাকাসে মুখ তাকিয়ে, যদি কিছু মেলে সাহায্যে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৭৯০
বোয়ালখালি শাখা, চট্টগ্রাম

বন্দিশালা

মোঃ সাহিদ মাসুদ

নিঃস্তব্ধ চারদিকের পরিবেশ
নেই মুক্ত বাতাসের উড়ন্ত পাখির সমাবেশ।
চার দেয়ালের ভেতর কাটে না প্রহর জানি
জানালায় তাকিয়ে দেখি দূর অট্টালিকা আকাশ ছুঁয়েছে নাকি,
গ্রামের মুক্ত বাতাসে পাওয়া যায় না কোলাহলের ছোঁয়া
আর এখানে পাওয়া যায় গাড়ির ত্যাগ করা কালো ধোঁয়া।
মুগ্ধতা পাওয়া যায় গায়ের মানুষের সরল সুন্দর কথায়
শহরে টিকে থাকা যায় ঠকাঠকির প্রথায়,
তবুও মনের চোখে স্বপ্ন জাগে ছোট্ট বেলার সেই খেলা
ভাবি শুধু কবে আসবে বন্দিশালার সূর্যাস্তের বেলা।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০২৯৯৪
মৌলভীবাজার জেলা শাখা, মৌলভীবাজার

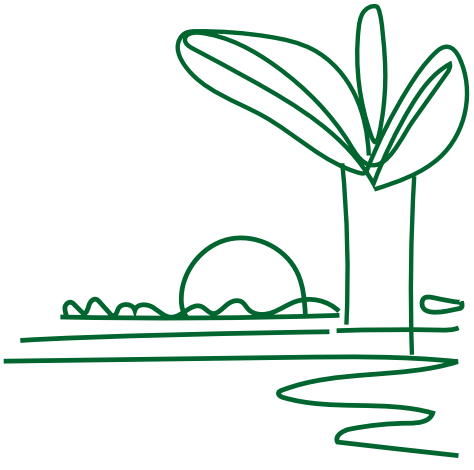

বৃষ্টি

হোছাইন মোহাম্মদ জনি

বৃষ্টি আমার ভালোই লাগে
মনে চঞ্চলতা
বৃষ্টির ছোঁয়ায় ধন্য হয়
রুক্ষ বন্যলতা।

বৃষ্টির তালে তাল মিলিয়ে
নাচে লেবুর পাতা
বৃষ্টি পড়ে ভাঙলে ছাতা
ব্যাঙের মাথাব্যথা।

বট গাছেরাও স্নান করে নেয়
কেউ রয় না বাকি
কচু পাতার ঈর্ষে হলে
বৃষ্টির তাতে কী।

মেঘ জমিয়ে আঁধার হয়ে
বৃষ্টির হাতছানি
কাঁথায় মোড়া ঘুম ভাঙিয়ে
টিনের রিনিঝিনি।

বৃষ্টির ছন্দে কবি পাগল
উড়ো উড়ো মন
বৃষ্টির বন্যায় চুলায় পানি
উপোষ কতজন।

জমিদার সাহেব উষ্ণতা পায়
হুক্কায় টান দিয়া,
ঘরের চালা চুপসে যায়
কাঁদে গণি মিয়া।

বন্যার ঢলে ভাসিয়ে দিয়ে
কলাগাছের ভেলা
বিল পেরিয়ে দেখতে
যাওয়া শাপলা ফুলের খেলা।

বরফ কণা ঝরে পড়ে
ক্ষুদ্র জলের বিন্দু
বৃষ্টির কাছেই ঋণী তবু
হ্রদ, নদী আর সিন্দু।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৪১৭
উখিয়া শাখা, কক্সবাজার

অন্তকাল

মোঃ শরিফুল আলম শাওন

নিস্তব্ধতায় শুভ্র জোৎস্নার কান্নায়,
যখন সমগ্র নিশিত আলোকিতময়,
তখন যেন আমার দেহের মৃত্যু হয়।
মৃত্তিকার নিঃশব্দ কাতর আকুলতায়,
যখন শ্রাবণে প্রথম ঝুম বৃষ্টি আসে,
তখন যেন আমার দেহে মৃত্যু আসে।
বিদীর্ণ বইয়ে অক্ষরে বাঁধা আমি সেই নতমুখ,
আকাশের বিশাল শুভ্রতায় নয়,
এক বিন্দু শিশিরেই ডুবে যায় আমার সুখ।
অদৃষ্ট মলিন মলাটে বাঁধা আমার যত দুখ,
দূরে যায়, চলে যায় দেখে তোমার প্রিয় মুখ।
বদ্ধ দেয়ালে আঁকা জলে ভেজা আমার চোখ
কান্নায় কাঁদে, আনন্দে হাসে,
বাঁধন যখন বাঁধতে আসে,
ভাগ্য তখন আমার হাসে,
মৃত্যু আমার শরীরে ভাসে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৭৫৫০
সাচনা বাজার উপশাখা, সুনামগঞ্জ

থামাতে পারবে না

মো. রিয়াদ আকন

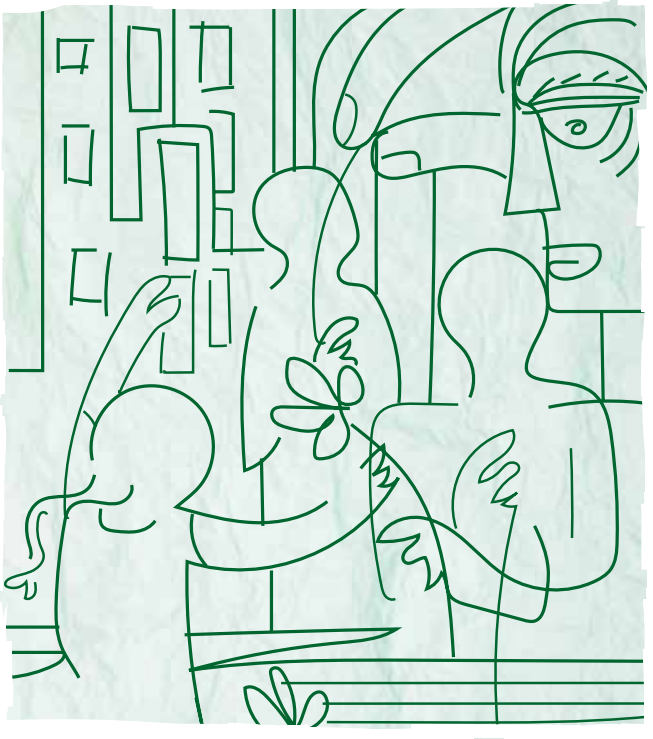

এখানে এই শহর আর ধুলোমাখা সে
পরিবেশ আর জীবন তাকে বদলে দিয়েছে
এই শহর, এই মাটি আর স্বপ্নগুলো তার
ওরা বাড়ছে, আরো বাড়ছে, কে আছে থামাবার?
তার স্বপ্ন থামাতে পারবে না
সে ছুটবেই, থামাতে পারবে না

জঞ্জাল, ঝঞ্ঝা যা সবই ছিল তার
জীবন থেকে হারিয়েছে যা ছিল হারাবার
উদ্যম, প্রবল আর নির্ভীক মনোবল
সে মুক্তির জন্য লড়ে গেছে, ভেঙেছে শেকল
তার মুক্তি থামাতে পারবে না
সে লড়বেই, থামাতে পারবে না

তার নাম-যশ-খেতাব কোনো কিছুই ভোলার নয়
ইতিহাস সব রেখেছে মনে, দেখেছে সময়
সাহসী, অদম্য এক কিংবদন্তী সে
মৃত্যুর পরেও তার স্বপ্ন উৎসাহ দিয়েছে

কেউ তাকে থামাতে পারেনি
তার স্বপ্ন থামাতে পারেনি
তোমায় কেউ থামাতে পারবে না
স্বপ্ন দেখ, থামাতে পারবে না

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯১৩৯
সাভার বাজার শাখা, ঢাকা

ঊর্ধ্বগামী পৃথিবী ও নিম্নগামী ভালোবাসা

মোঃ ওমর শরীফ

সম্প্রতি স্টক মার্কেটের শেয়ারের দাম বেড়েছে।
দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিও রোধ করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।
হু হু করে বেড়েই চলেছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির দাম।
শুধু ভালোবাসার পরিমাণ বাড়েনি।
পুকুরে পানি বেড়েছে, আষাঢ়ের বৃষ্টির পরিমাণও বেড়েছে সম্প্রতি জরিপে।
বেড়েছে পৃথিবীর উষ্ণতা।
শুধু ভালোবাসার পরিমাণ বাড়েনি।
মৃত্যু হারের চেয়ে জন্মহারের পরিমাণ বেড়েছে,
ঢাকার দূষণ ও বেড়েছে অনেকটা,
প্রিয়তমার অভিমান আর অবজ্ঞা পৌঁছেছে শীর্ষে।
যৌতুকের ফর্দটা যৌক্তিকভাবেই বেড়ে হয়েছে ঘুড়ির লেজের মতো।
তবুও ভালোবাসা বাড়েনি।
এই সাড়ে ষাট বছরের ইতিহাসে কে কাকে কতটুকু ভালোবাসা দিয়েছেন সুধীসমাজ বলতে পারেন?
সচিবালয়ের ফাইলের লালফিতার দৌরাত্ম্য বেড়েছে।
উপরি বেড়েছে সরকারি সাহেবদের।
কোর্টে আসামীর সাজা বেড়েছে।
সাক্ষীর মিথ্যা সাক্ষ্য বেড়েছে।
গরিবের ক্ষিধে আর বড়লোকের আকাঙ্ক্ষা বেড়েছে দিনে দিনে।
তবুও ভালোবাসা বাড়েনি।
সাম্রাজ্য আর আধিপত্যবাদীদের আধিপত্য বেড়েছে,
নেতাদের বেড়েছে আশ্বাস, আর আমার বেড়েছে দীর্ঘঃশ্বাস,
সবকিছুই বেড়েছে কথামতো,
শুধুই ভালোবাসাই বাড়ল না

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৩৬৪৮
রাঙ্গামাটি শাখা, রাঙ্গামাটি

পরিতৃপ্তি

মোঃ সাব্বির হোসেন

একটি গল্প।
নিস্তব্ধ রাত।
লুকিয়ে থাকা হাজারো বোবাকান্না
তোমায় নিয়ে লুকানো ভালোবাসা
চোখের কোণে দু'ফোঁটা জল।

একটি গল্প।
বুকে জমা তীব্র হাহাকার।
কেটেকুটে বিদীর্ণ যন্ত্রণার
চোখ মেলে ভোরের আলো
ঝলসে যাওয়া বিভৎস মুখাবয়।

একটি গল্প।
তীব্র কষ্টের অস্পষ্ট হাসি।
ঠোঁটের পাশে জমে থাকা রহস্য
ছিঁড়ে খাবে মৃতদেহ
শকুনের ক্ষুধার্ত দৃষ্টি।

একটি গল্প।
আমি মরে গেছি।
নয়তো ডুবে গেছি ফেনিল সাগরে
বালির উপর নেতিয়ে যাওয়া দেহ
শুধু নিঃশ্বাসটা বড্ড বেশি ভারী।

একটি গল্প।
না এ গল্প শেষ হবার নয়।
তোমার পৃষ্ঠায় নতুন কালী
পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা
তুমি কি ক্লান্ত হও না!
নাকি আমার অস্তিত্ব আজ মুছে গেছে সময়ের খেয়ালে।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৭৭২
তিনআনী বাজার উপশাখা, শেরপুর

অনুমিতা

মোঃ শাকিল মিয়া

ফুল লাগবে? না'রে পিচ্ছি।
একটা নেন। আচ্ছা নিচ্ছি।
পনের টেহা- নে, টাকা ধর।
ভাংতি নাই। সবটা তোর।
বেশি দিলেন। বেশিই থাক।
অনেক বেশি। আরেহ্ রাখ।

নাম কী তোর? অনুমিতা রয়।
নামটা সুন্দর। অনেকে কয়।
থাকিস কই? বস্তির ধারে।
বাপ কী করে? চিনি না তারে।

কে কে আছে? একলাই মা'য়।
কী করে তিনি? অসুস্থ, বাসায়।
কী হইছে তার? জ্বর আইছে।
ঔষুধ খায়নি? নাপা খাইছে।

ভাইজান যাই- কোথায় যাবি?
বাড়িতে যামু। আমাকে নিবি?
সত্যি যাইবেন! কতদূর বাড়ি?
একটু সামনে। রিকশায় চড়ি।

গিয়ে দেখি অনু'র মা প্রচণ্ড জ্বরে কাতরাচ্ছে। আমি কিছু ঔষধপত্র আর আন্টির হাতে এক হাজার টাকার একটা নোট দিয়ে বিদায় নিলাম। অনু আমার পিছন পিছন আসছে...

যাইরে অনু সাবধানে যাইয়েন।
ভালো থাকিস। আবার আইসেন।

অবশেষে এক রাজ্যের সুখানুভূতি নিয়ে আমি বাসায় ফিরলাম।

এমপ্লয়ি আইডি : ০০৯৩৩৯
বরমী বাজার উপশাখা, গাজীপুর

মাসব্যাপী আনন্দমুখর পরিবেশে শেষ হলো

জননীর জন্য ভালোবাসা উৎসব

সারা দেশে ১১,৬৬৫ মায়ের হাতে তুলে দেয়া চারাগাছ

পরম যত্নে হয়ে উঠুক বিশাল বৃক্ষ

জননী ও বৃক্ষের ছায়া সঞ্জীবনী শক্তি হয়ে
আগলে রাখুক আমাদের আগামী

বিস্তারিত জানতে
১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫

ওয়ান স্টপ সার্ভিস
নিয়ে সারা দেশে ছড়িয়ে আছে
১৪০০+ শাখা-উপশাখা

এজেন্ট নয়
সরাসরি ব্যাংকের সাথে ব্যাংকিং

৩০%
নারী কর্মী

নারীর জন্য
আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি

প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায়
নারীর পাশে
আইএফআইসি

আইএফআইসি ব্যাংক

ইভেন্টস্

দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'জাল নোট শনাক্তকরণ এবং এর প্রচলন প্রতিরোধ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকায় আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'জাল নোট শনাক্তকরণ এবং এর প্রচলন প্রতিরোধ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রামে আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃক আয়োজিত 'জাল নোট শনাক্তকরণ এবং এর প্রচলন প্রতিরোধ' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রাজশাহীতে 'জাল নোট শনাক্তকরণ ও এর প্রচলন প্রতিরোধে' আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রংপুরে 'জাল নোট শনাক্তকরণ ও এর প্রচলন প্রতিরোধে' আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকের বিশেষ উদ্যোগ ‘জাগৃতি’র অধীনে বিভিন্ন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংকে নারী গ্রাহকদের আমানতের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে

১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি’তে সম্মানিত নারী গ্রাহকদের আমানতের পরিমাণ ১০ হাজার কোটি টাকার মাইলফলক পেরিয়েছে। সারা দেশব্যাপী আইএফআইসি ব্যাংকের নারী গ্রাহকদের সঞ্চয়মুখী এই মাইলফলক অর্জনকে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌যাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

‘অগ্রযাত্রায় হোক নারীর জয়গান, অমূল্য তোমাদেরই অবদান’ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৩০ জুন ২০২৪, রবিবার ব্যাংকের মাল্টিপারপাস হলে আয়োজিত এ উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আয়োজনের উদ্বোধন করেন ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল হাসনাত। এ সময় উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ মনিতুর রহমান, মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইকবাল পারভেজ চৌধুরীসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ ও বিভিন্ন বিভাগের কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ব্যাংকিং সেবায় ৩০% নারী কর্মী নিশ্চিত করা ও সকল শ্রেণি-পেশার সঞ্চয়মুখী নারীদের চলমান এই অগ্রযাত্রায় আস্থা হয়ে পাশে থাকতে পেরে আইএফআইসি ব্যাংক গর্বিত।

আইএফআইসি ব্যাংকের আয়োজনে কুমুদিনী উইমেন্স কলেজে আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংক প্রান্তিক পর্যায়ে পৌঁছে দিয়েছে নারীবান্ধব বিভিন্ন ব্যাংকিং সুবিধা। বিভিন্ন পেশাজীবী নারীদের ব্যাংকিং সেবায় অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ আইএফআইসি ব্যাংক স্বনামধন্য দাতব্য প্রতিষ্ঠান কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট অব বেঙ্গল-এর অঙ্গ সংগঠন কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ-এ আয়োজন করে ‘আর্থিক সাক্ষরতায় নিরাপদ ভবিষ্যৎ’ বিষয়ক কর্মশালার। প্রায় দেড়শতাধিক শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে প্রাণবন্ত এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর মোঃ আব্দুল হামিদ, বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী ও আইএফআইসি ব্যাংকের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় আইএফআইসি ব্যাংক পর্যায়ক্রমে জেলা-উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ কর্মশালার আয়োজন করবে।

শুরু হলো ‘প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি ব্যাংক’ শীর্ষক বিশেষ ক্যাম্পেইন

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের এ যুগে নারীদের প্রযুক্তিবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। এরই অংশ হিসেবে গত ১৭ মে, ২০২৪ ‘বিশ্ব টেলিযোগাযোগ ও তথ্য সংঘ দিবস’-কে উপজীব্য করে শুরু হলো ‘প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি ব্যাংক’ শীর্ষক বিশেষ ক্যাম্পেইন।

গত ১৬ মে, চট্টগ্রামের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের হাতে দু’টি কম্পিউটার ও ১২০টি বই প্রদানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় এই ক্যাম্পেইন। পর্যায়ক্রমে এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে নারীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সৃজনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করে আইএফআইসি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

উক্ত অনুষ্ঠানে আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম বলেন, “আইএফআইসি ব্যাংক বিশ্বাস করে যে প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ সাধনে নারীদের অংশগ্রহণ এবং দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা একটি সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল সমাজ গঠন করতে পারব। এই উদ্যোগ আমাদের সমাজের নারীদের প্রযুক্তিতে দক্ষ করে গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।”

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের আগ্রাবাদ শাখার ব্যবস্থাপক জনাব মোঃ নাজিমুল হক, সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান জনাব ফারিহা হায়দার, চট্টগ্রাম সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা জনাব মরিয়ম বেগম, ব্যাংক ও বিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মীসহ শতাধিক শিক্ষার্থী।

চরাঞ্চলে আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পরিচালনা করছে আইএফআইসি ব্যাংক

চরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং সুইস কন্ট্যাক্ট বাংলাদেশ। এ উৎকর্ষমূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে গত ৯ জুন ২০২৪ সুইস কনট্যাক্টের আওতাভুক্ত মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক (এমফোরসি) প্রকল্পের সঙ্গে যৌথভাবে রংপুরের গংগাচড়া উপজেলায় আর্থিক সাক্ষরতা কর্মসূচি পালন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক।

আইএফআইসি ব্যাংকের স্বতন্ত্র পরিচালক ও এমফোরসি প্রকল্পের সরকারি লিয়াজো বিষয়ক উপদেষ্টা জনাব সুধাংশু শেখর বিশ্বাস-এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের রংপুর অফিসের এর নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্ব) জনাব মধুসূদন বণিক, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ মনসুর মোস্তফা। এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, মেকিং মার্কেটস ওয়ার্ক (এমফোরসি) প্রকল্প পরিচালক জনাব আব্দুল আওয়াল-সহ প্রতিষ্ঠানসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ।

এসময় আইএফআইসি ব্যাংকের পক্ষ থেকে কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী চরাঞ্চলের কৃষক ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের বিভিন্ন ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা বিষয়ক সম্যক ধারণা দেওয়া হয়।

বরিশাল গভর্নমেন্ট উইমেন্স কলেজকে আইএফআইসি ব্যাংকের কম্পিউটার প্রদান

ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের এ যুগে নারীদের প্রযুক্তিবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার দৃঢ় প্রত্যয়ে কাজ করছে ১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি।

'প্রযুক্তির অগ্রযাত্রায় নারীর পাশে আইএফআইসি ব্যাংক' শীর্ষক বিশেষ ক্যাম্পেইনের অংশ হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার প্রদান করছে ব্যাংকটি। এরই অংশ হিসেবে গত জুন মাসে বরিশাল গভর্নমেন্ট উইমেন্স কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে দু'টি কম্পিউটার উপহার হিসেবে প্রদান করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে বরিশাল গভর্নমেন্ট উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ আসাদুজ্জামান, সহ-উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মোসাঃ সালমা বেগম, আইএফআইসি ব্যাংকের সেন্ট্রালাইজড রিটেইল মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের প্রধান ফারিহা হায়দার, বরিশাল শাখা ব্যবস্থাপক, কলেজটির শিক্ষকমণ্ডলী ও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

আইএফআইসি ব্যাংক ও বেইজ ক্যাম্প অ্যাডভেঞ্চার্স-এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত

আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি এবং বেইজ ক্যাম্প অ্যাডভেঞ্চার্স-এর মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৯ মে, ২০২৪ পল্টনস্থ আইএফআইসি টাওয়ারে এই সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয়।

আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক অ্যান্ড চিফ অব এইচআর অ্যান্ড লজিস্টিস, জনাব কেএআরএম মোস্তফা কামাল ও বেইজ ক্যাম্প অ্যাডভেঞ্চার্স-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব তামজিদ সিদ্দিক স্পন্দন নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের পক্ষে এই সমঝোতা স্মারক হস্তান্তর করেন।

এই চুক্তির আওতায়, আইএফআইসি ব্যাংকের কর্মীদের আউটডোর অ্যাকটিভি পার্টনার হিসেবে কাজ করবে বেইজ ক্যাম্প অ্যাডভেঞ্চার্স। এর আওতায় আবাসন প্রশিক্ষণ সময়কালে বিশেষ আবাসন সুবিধাসহ বিভিন্ন শারীরিক কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ সুবিধা দেওয়া হবে।

আইএফআইসি ব্যাংকের ‘স্মার্ট বুথ’ উদ্বোধন

‘লেনদেন হচ্ছে ক্যাশলেস, স্মার্ট হচ্ছে বাংলাদেশ’ এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মাঠে **স্মার্ট বুথ** স্থাপন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক পিএলসি। কুরবানির পশুর হাটে আগত ক্রেতা ও বিক্রেতাদের লেনদেন সহজ ও নিরাপদ করতে এই স্মার্ট ব্যাংকিং বুথ স্থাপন করা হয়েছে।

গত ১৩ জুন ২০২৪ বাংলাদেশ ব্যাংকের পেমেন্ট সিস্টেম বিভাগ (পিএসডি)-এর পরিচালক জনাব মোঃ মোতাছিম বিল্লাহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে **আইএফআইসি স্মার্ট বুথ** উদ্বোধন করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএফআইসি ব্যাংকের অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ নুরুল হাসনাত। আরও উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক পিএসডি’র অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ হাবিবুর রহমান, আইএফআইসি ব্যাংকের উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম, হেড অব অপারেশন্স জনাব হেলাল আহমেদ-সহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ।

এই **আইএফআইসি স্মার্ট বুথ** থেকে হাটে আগত ক্রেতা-বিক্রেতারা তাৎক্ষণিক একাউন্ট খোলা, ডেবিট কার্ড ইস্যু করা, ফান্ড ট্রান্সফার, ক্যাশ ডিপোজিট, এটিএম সুবিধা, জালনোট শনাক্তকরণসহ বিবিধ ব্যাংকিং সেবা গ্রহণ করতে পারবেন।

আইএফআইসি ব্যাংকের রাজবাড়ী শাখার শুভ উদ্বোধন

১৪০০-এর অধিক শাখা-উপশাখা নিয়ে দেশের বৃহত্তম ব্যাংক আইএফআইসি’র ১৮৮তম শাখার যাত্রা শুরু হলো রাজবাড়ী জেলায়। আইএফআইসি ব্যাংকের আধুনিক ও সাশ্রয়ী সেবা গ্রাহকদের কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে শহরের প্রাণকেন্দ্র খলিফাপট্টি সড়কের হারুন কমপ্লেক্সে নতুন এই শাখাটির উদ্বোধন করা হয়।

গত ৯ জুন ২০২৪ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জনাব আবু কায়সার খান, জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী, এ শাখাটির উদ্বোধন করেন। এসময় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজবাড়ী জেলা পুলিশ সুপার জনাব জি.এম. আবুল কালাম আজাদ। এছাড়াও জেলা চেম্বার অব কর্মাস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সাধারণ সম্পাদক মোঃ জাকির হোসেন, আইএফআইসি ব্যাংকের ব্রাঞ্চ বিজনেস্ ম্যানেজার মোঃ সালাহ্ উদ্দিন, রাজবাড়ী শাখা ব্যবস্থাপকসহ স্থানীয় গণমান্য ব্যক্তিবর্গ ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

১২০০তম উপশাখা
৩১ মার্চ ২০২৪
শুভ উদ্বোধন

১২০০তম উপশাখার মাইলফলক অর্জন করল আইএফআইসি ব্যাংক

প্রতিবেশী হয়ে পরিপূর্ণ ব্যাংকিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে 'বায়তুল মোকাররম মার্কেট উপশাখা' উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে ১২০০তম উপশাখা স্থাপনের মাইলফলক অর্জন করল আইএফআইসি ব্যাংক। গত ৩১ মার্চ ২০২৪ রবিবার ব্যাংকের জ্যেষ্ঠ ব্যবস্থাপনা পর্ষদ রাজধানীর বায়তুল মোকাররম মার্কেট উপশাখাটির শুভ উদ্বোধন করেন। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ বায়তুল মোকাররম ব্যবসায়ী গ্রুপের সদস্যবৃন্দ ও সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, দেশব্যাপী ১৪০০ শাখা-উপশাখা নিয়ে বর্তমানে সর্ববৃহৎ ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক স্থাপনের গৌরব অর্জন করেছে আইএফআইসি ব্যাংক।

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে আর্থিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে আইএফআইসি ব্যাংক ২০১৯ সালের ২৩ জুন উপশাখা স্থাপন কার্যক্রম 'প্রতিবেশী ব্যাংকিং' শুরু করে এবং ইতিমধ্যে এর আওতায় দেশব্যাপী ১২০০ উপশাখা স্থাপনের অনন্য কৃতিত্ব অর্জন করেছে।

আইএফআইসি লার্জেস্ট ব্যাংকিং নেটওয়ার্ক বিজনেস কনফারেন্স ২০২৪

ঢাকা ইভেন্ট

কুমিল্লা ইভেন্ট

1380+
IFIC BUSINESS CONFERENCE

WELCOME
THIS WAY

IFIC
IT'S ALL
ABOUT YOU

গাজীপুর ইভেন্ট

IFIC
IFIC
1360+
NATIONWIDE
BRANCH & UPOSHAKHA
IT'S ALL
ABOUT YOU

IFIC
1360+
IT'S ALL
ABOUT
YOU
LARGEST
27 January 2024
Dream Square Resort

সিলেট ইভেন্ট

IFIC

IFIC
1400
NATIONWIDE
BRANCH & UPOSHAKHA
IT'S ALL
ABOUT YOU

IFIC
1400
NO
OUTSIDE
FOOD
ALLOWED
IT'S ALL
ABOUT
YOU

পরিবারে যারা এলো

আবিশা হোসাইন
জন্ম : ০৫ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ হোসাইনুল করিম
শেখ মুজিব রোড শাখা

সেহরিন ইবনাত সাব্বির
জন্ম : ০৭ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ সাব্বির হোসেন
বগুড়া শাখা

ওয়াজিহা তৌফিক
জন্ম : ০৮ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোহাম্মাদ তাওফিকুল ইসলাম
আশুগঞ্জ শাখা

মুবাশ্বিরা আয়াত
জন্ম : ০৮ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : নজর আলি ভুঁইয়া
ফেনী শাখা

হুমাইনা আন-নূর ফেরিহা
জন্ম : ৯ জানুয়ারি ২০২৪
মাতা : ফারজানা আফসারি
আম্বরখানা শাখা

রুয়াইদা আমিন আয়রাত
জন্ম : ১০ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : আল আমিন রাহাত
বকশিগঞ্জ শাখা

তাফসির ইব্রাহীম ত্বকী
জন্ম : ১২ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ আরাফাত জামান সজীব
জুরি শাখা

উমাইজা ইফতেখার
জন্ম : ১৪ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ ইফতেখারুল আলম
প্রধান কার্যালয়

আরিয আরসালান
জন্ম : ২৮ জানুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ রবিউল ইসলাম
চন্দ্রা এসএমই/কৃষি শাখা

শাহ্ মোহাম্মদ ইফজান
জন্ম : ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মাতা : শাইলা খান
প্রধান কার্যালয়

সাফওয়ান আল শাদিদ
জন্ম : ০৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ নাযির হোসাইন
রংপুর শাখা

রাদিয়া হক আইরা
জন্ম : ১১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ রাহাদুল হক
ধানমন্ডি শাখা

পরিবারে যারা এলো

ইয়ানা ইফতিহা খান
জন্ম : ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
মাতা : ইফফাত আরা জেঞ্চি
আরশিনগর শাখা

রিশাদ আহমদ
জন্ম : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : খান্দকার মুশফিক আহমেদ সাবাব
মৌলভীবাজার শাখা (ঢাকা)

সৌপ্তিক সাহা
জন্ম : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : দীপ সাহা
প্রধান কার্যালয়

মেহেরিশ হাসান আয়াত
জন্ম : ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ মেহেদি হাসান
বনশ্রী শাখা

ওয়াজিহা হক
জন্ম : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : মজিবুল হক
প্রধান কার্যালয়

সিদরাতুল মুনতাহা
জন্ম : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৪
পিতা : মোঃ কামারুজ্জামান
মাগুরা শাখা

মারশাদ মাআন
জন্ম : ২ মার্চ ২০২৪
পিতা : শাহনেওয়াজ পারভেজ
পাঁচ্চর শাখা

পৃথ্বীরাজ কর্মকার সন্ময়
জন্ম : ০২ মার্চ ২০২৪
পিতা : স্বরূপ কর্মকার
চৌমুহনি শাখা

তাজরিন চৌধুরী ইরহা
জন্ম : ০৩ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোঃ বিন ইয়ামেন চৌধুরী
রাঙ্গামাটি শাখা

সাজিয়া বিনতে সজল
জন্ম : ৪ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোহাম্মাদ সজল
মৌলভিবাজার শাখা (ঢাকা)

আয়াজ মেহমেদ
জন্ম : ০৬ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোঃ আবু রাইহান
প্রধান কার্যালয়

ওয়াসিফা এনাম আয়াত
জন্ম : ০৯ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোঃ আশরাফুল ইসলাম
রংপুর শাখা

পরিবারে যারা এলো

কাজী আইশা আজমীন
জন্ম : ১০ মার্চ ২০২৪
পিতা : কাজি তাহসিন মাহমুদ
ইসলামপুর শাখা

তাহমীদ তীহান
জন্ম : ১৫ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোঃ আব্দুল হান্নান
প্রধান কার্যালয়

তাছিন মাহমুদ ইবতেসাম
জন্ম : ২২ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোঃ এমারুল ইসলাম
গোয়ালন্দ শাখা

তাইশা রাদিফা
জন্ম : ২৬ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোহাম্মাদ সিফাৎ
আড়াইহাজার শাখা

আর্শাল ইবনে হাসান
জন্ম : ৩০ মার্চ ২০২৪
পিতা : মোঃ পিয়াল হাসান
আগানগর শাখা

আহনাফ আমিন রিহান
জন্ম : ০১ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : মোঃ আল আমিন
সন্দ্বীপ শাখা

আরশি আহমেদ প্রিথুলা
জন্ম : ২ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : মোঃ কাওসার
আশুগঞ্জ শাখা

আরিশ রহমান আরশ
জন্ম : ৬ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : মোঃ আব্দুর রহমান
ফটিকছড়ি শাখা

তাবরিজ হোসেইন তিয়াশ
জন্ম : ৭ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : মোঃ আবু তায়েব
কক্সবাজার শাখা

প্রহ্লাদ ঘোষ প্রিয়ম
জন্ম : ০৯ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : পুলক ঘোষ
নেত্রকোনা শাখা

অগ্নিমিত্রা আচার্য্য
জন্ম : ১৪ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : অমিতাব আচার্য্য
প্রধান কার্যালয়

আবদুল্লাহ আল সাফওয়ান
জন্ম : ১৪ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : জি. এম. শাহি রেজা
সাতক্ষীরা শাখা

পরিবারে যারা এলো

এ আর আইহান তাহমিদ
জন্ম : ১৬ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : রাহাত বিন সেলিম
প্রধান কার্যালয়

ইনায়রা বিনতে এনায়েত
জন্ম : ১৭ এপ্রিল ২০২৪
মাতা : তাহমিনা জাফরিন চৌধুরী
খুলশী শাখা

রাফিজাহ রহমান
জন্ম : ১৯ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : মোঃ রিদাউনুর রহমান
ভুঁইগড় শাখা

সামায়রা আয়াত
জন্ম : ৩০ এপ্রিল ২০২৪
পিতা : মোঃ সুজন মিয়া
বাজিতপুর শাখা

মুহাম্মাদ সাহির তাশদীদ্
জন্ম : ০১ মে ২০২৪
পিতা : তৈহিদুর রাহমান
ফরিদপুর শাখা

মোসাঃ নুসাইবা জান্নাত
জন্ম : ০৭ মে ২০২৪
পিতা : মোঃ ফরহাদ মিয়া
ঠাকুরগাঁও শাখা

জোহান শাহরিয়ার
জন্ম : ০৮ মে ২০২৪
পিতা : প্রাঞ্জল শাহরিয়ার
সীড স্টোর বাজার শাখা

ফাওজিয়াহ সাফওয়াত ফারিশা
জন্ম : ১৩ মে ২০২৪
পিতা : মোঃ শাফফাত হোসাইন ভুঁইয়া
প্রধান কার্যালয়

তাজভীদ আহমেদ উজাইন
জন্ম : ১৬ মে ২০২৪
পিতা : তানভীর আহমেদ শ্যামল
আখাউরা শাখা

নুরে জান্নাত ফারীন
জন্ম : ১৭ মে ২০২৪
পিতা : ফখরুল ইবনে আমির ভুঁইয়া
উপশহর শাখা

নাসিহাত হাসান আকসা
জন্ম : ১৭ মে ২০২৪
পিতা : মোঃ খালিদ হাসান সৌরভ
প্রধান কার্যালয়

শায়ান দাস সাত্ত্বিক
জন্ম : ২০ মে ২০২৪
পিতা : সঞ্জয় কুমার দাস
খাতুনগঞ্জ শাখা

পরিবারে যারা এলো

ইফাজ আহমেদ আয়ান
জন্ম : ৩০ মে ২০২৪
পিতা : মেহেদি হাসান
পোড়াদহ শাখা

উর্শিতা রায়
জন্ম : ০৫ জুন ২০২৪
পিতা : পার্থ প্রতীম
প্রধান কার্যালয়

উমাইযা আযমিন ইরহা
জন্ম : ০৮ জুন ২০২৪
মাতা : তামান্না আক্তার
প্রিঞ্চিপাল শাখা

মুহাম্মাদ ওয়াসি
জন্ম : ১২ জুন ২০২৪
মাতা : জেবুন নাহার
প্রিঞ্চিপাল শাখা

অয়ঙ্ক খান অরণ্য
জন্ম : ২৩ জুন ২০২৪
পিতা : মোঃ ওসমান খান
বংশাল শাখা

আরোয়া বিনতে মামুন
জন্ম : ২৪ জুন ২০২৪
মাতা : তারজিনা রহমান
যশোর শাখা

মাহযুবা হক
জন্ম : ২৯ জুন ২০২৪
পিতা : মোঃ মুমিনুল হক
শাহ্ আমানত মার্কেট শাখা

মোঃ রিজভান হাসান আহান
জন্ম : ২৯ জুন ২০২৪
পিতা : মোঃ রাশেদ হাসান
অনিক
নারায়ণগঞ্জ শাখা

যাদের হারিয়েছি

মেহেরা কবির দোলা
প্রধান কার্যালয়
যোগদানের তারিখ : ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২১
মৃত্যু : ২৯ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

আবু তাহের মোহাম্মদ শাইফুদ্দিন
ইসলামপুর শাখা
যোগদানের তারিখ : ২১ অক্টোবর ১৯৯৯
মৃত্যু : ০২ এপ্রিল ২০২৪

মোহাম্মাদ হাসানুর রহমান
সাতক্ষীরা শাখা
যোগদানের তারিখ : ০৯ নভেম্বর ১৯৯৯
মৃত্যু : ০৮ এপ্রিল ২০২৪

বালায় চন্দ্র দাস
প্রধান কার্যালয়
যোগদানের তারিখ : ০৬ আগস্ট ১৯৮৮
মৃত্যু : ২৭ জুন ২০২৪

মোহাম্মদ মাহমুদ
প্রধান কার্যালয়
যোগদানের তারিখ : ১৫ ডিসেম্বর ২০১৬
মৃত্যু : ০৭ মে ২০২৪

মোহাম্মাদ ফারুক হোসাইন
প্রধান কার্যালয়
যোগদানের তারিখ : ১৮ জুন ২০০৭
মৃত্যু : ১২ মে ২০২৪

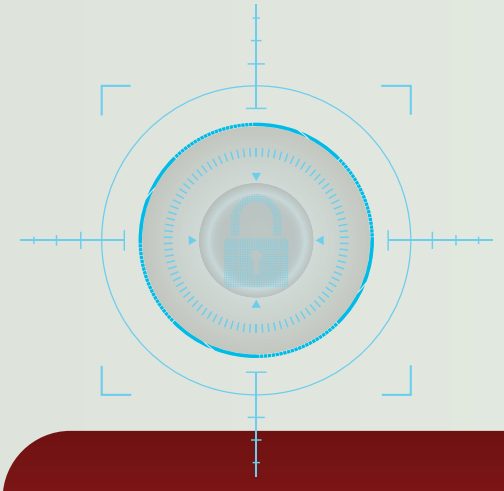

প্রিয় গ্রাহক,
আপনার IFIC কার্ড/অ্যাপের PIN/OTP/CVV/ Expiry/Password কাউকে জানাবেন না, সন্দেহজনক QR/Link স্ক্যান/ক্লিক করবেন না। IFIC ব্যাংক গ্রাহকের কাছে এসকল কর্মকাণ্ড করতে কখনও অনুরোধ করে না।

বিস্তারিত ১৬২৫৫

১৬২৫৫ ০৯৬৬৬৭ ১৬২৫৫ IFICBankPLC www.ificbank.com.bd

শাখা-উপশাখায়
দেশের বৃহত্তম ব্যাংক
আইএফআইসি
আপনার প্রতিবেশী হয়ে
ছড়িয়ে আছে সারা দেশে

আমাদের কোথাও
কোনো এজেন্ট নেই

Published by :

IFIC Bank PLC
Head Office: IFIC Tower, 61 Purana Paltan
Dhaka 1000, Bangladesh
Hunting Number: 09666716250, Fax: 880-2-9554102
newsletter@ificbankbd.com
info@ificbankbd.com IFICBankPLC
www.ificbank.com.bd